Reclaiming comprehensive public health: A call to Action

কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষাপটে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি, জনগণের আস্থা অর্জন এবং ফলপ্রসূ কার্যক্রম বাস্তবায়নের যেসকল সুযোগ নষ্ট হয়েছে এবং এর ফলে বিশ্বজুড়ে যে ক্ষয়ক্ষতি এবং অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে সে বিষয়ে আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে উত্থাপিত উদ্বেগগুলোর পুনরাবৃত্তি করছি 'Reclaiming comprehensive public health,' নামক নিবন্ধে।

আমরা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কোভিড-১৯ বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধান এবং এই মহামারীর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাপক আকারে, ন্যায্যতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণমূলক জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে যারা যুক্ত ছিলেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অত্যাবশ্যকভাবে এই ব্যবস্থাগুলোর বিভিন্ন প্রকার উৎস, অনুষদ এবং ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে তথ্য এবং জ্ঞান আহরণ এবং ব্যবহার করা জরুরী এবং মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালন উচিত এবং কোভিড-১৯ মহামারী এবং ভবিষ্যতে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় নিম্নলিখিত নীতিমালা এবং পদ্ধতি সমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত:

১. বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য বিষয়ক সুরক্ষা এবং সুবিধা নিশ্চিতকরণের সবচেয়ে কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি হিসেবে **দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বহুজাতিক সহযোগিতা, অংশীদারিত্ব, পলিসি ডায়লগ, যোগাযোগ এবং সংহতির ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বিত উন্নয়ন এবং প্রয়োগ ঘটাতে হবে।**

২. **মহামারী নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমনের জন্য অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি এবং উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মী এবং ফ্রন্টলাইন কর্মী, নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ, সাধারণ নাগরিক সমাজ এবং প্রতিনিধিত্বকারী প্রাসঙ্গিক অঙ্গসংগঠন সমূহের অর্থবহ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে** যা বিভিন্ন গোষ্ঠীর; বিশেষত প্রান্তিক অথবা অসুরক্ষিত এবং এধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়গুলোর কথা বলার সুযোগ তৈরি করবে।

৩. **বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণের উৎস থেকে সংগৃহীত সময়োপযোগী, সঠিক, সুলভ এবং পৃথককৃত তথ্যাবলীর প্রাপ্যতা জনগণের নিকট স্থানীয় ভাষাগুলোয় নিশ্চিত করতে হবে।** মডেলিং, রোগাক্রান্ত হওয়ার হার এবং মৃত্যুহার, হস্তক্ষেপমূলক ব্যবস্থা, সংস্থান সমূহের বিস্তার সম্পর্কে এবং স্বাস্থ্য এবং হস্তক্ষেপমূলক কার্যক্রমের প্রভাব সমূহের ফলাফল এবং বিন্যাস সহজলভ্য করতে হবে এবং জনসম্মুখে রিপোর্ট করতে হবে। গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের কার্যকারিতা, ন্যায্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, অনুশীলন এবং স্থানীয় মালিকানার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে এই ব্যবস্থাসমূহের পরিকল্পনা, যোগাযোগ এবং পর্যালোচনা করার কাজে বিভিন্ন অনুষদ এবং নানা গোষ্ঠী ও প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের জ্ঞান এবং তথ্যপ্রমাণকে গুরুত্বের সাথে ব্যবহার এবং প্রচার করতে হবে। আইনসভা এবং সাধারণ নাগরিক সমাজের মাধ্যমে স্বাধীন এবং স্বচ্ছ পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণের ত্রুটি নিরীক্ষণ করতে হবে।

৪. **জনগণের সর্বজনীন এবং ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষ্কার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে**, যা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য বেসরকারি ব্যবস্থায় সেবা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়, প্রয়োগকারী সংস্থা, সংগঠন এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে আস্থা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে, এমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় বাস্তবতা, প্রাসঙ্গিকতা, তথ্য-প্রমাণ, ভাষা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের সাথে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকার (পাবলিক হেলথ গাইডেন্স) সমন্বয় করতে হবে।

৫. **জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সামরিক হস্তক্ষেপ, বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অথবা, মানহানি ঘটায় এমন কার্যক্রম পরিহার করতে হবে** এবং ফৌজদারি আইন সহ অন্যান্য জাতীয় আইন বিষয়ক নীতিমালা এবং আইনের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিমালার (ইন্টারন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশনস) স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। মহামারী প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ কিংবা প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি করা যাবে না এবং উচ্ছেদ, নির্বিচারে গ্রেফতার, দণ্ড প্রদান কিংবা উদ্বেগ জাগানো অথবা ভীতি প্রদর্শন কিংবা অন্য কোন পন্থায় জনগণের মধ্যে বৈষম্য, অপবাদ দেওয়া, হয়রানি করা ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

৬. জনস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন হতে পারে এমন **ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর আরোপ করা বিধিনিষেধ** যেন জাতিসংঘের সিরাকুজা প্রিন্সিপ্যালসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এধরনের বিধিনিষেধগুলো অবশ্যই পরিষ্কার, বৈধ, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক হতে হবে। সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতাগুলো সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরি করা উচিত ও লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচনের জন্য ন্যূনতম সীমাবদ্ধতা, কার্যকর বিকল্পের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে এবং সতর্কতামূলক নীতিমালার উপর ভিত্তি করে সীমিত সময়সীমার জন্য তৈরি করা উচিত, একইসাথে পর্যালোচনার অধীন হতে হবে এবং মানুষের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে প্রয়োগ করা উচিত।

৭. **স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্মীবৃন্দ এবং অন্যান্য ফ্রন্টলাইন কর্মী এবং তাদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা এবং সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে**, যার মধ্যে সাধারণ কর্মচারী, চুক্তিভিত্তিক এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মীবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। নিরাপদ এবং আরামদায়ক কাজের পরিবেশ; পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) বা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের সামগ্রী; নির্ভুল এবং সময়মত তথ্য, নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ; বিনামূল্যে রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা, চিকিৎসা, সেবা এবং মানসিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ এবং কর্মক্ষেত্রে আঘাতপ্রাপ্ত হলে নিশ্চিত ক্ষতিপূরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

৮. **সকল মানুষ, বিশেষত যারা অধিক ঝুঁকির মধ্যে আছেন, তারা যেন মহামারী প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরী সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ পায়** এবং একইসাথে, পিপিই, রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা, প্রতিষ্ঠিত এবং নতুন ওষুধপত্র, ভ্যাক্সিন এবং প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তি সমূহ ব্যবহারের সুযোগকে ন্যায়সঙ্গত, নৈতিক, নিরাপদ এবং

সর্বজনীনভাবে বৈশ্বিক জনসাধারণের ব্যবহার্য সামগ্রী হিসেবে যাতে সহজলভ্য হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচারণা, রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সেবা, একইসাথে জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় উৎপাদন এবং নাগরিক-নেতৃত্বাধীন প্রযুক্তি এবং সিস্টেম উদ্ভাবনের জন্য প্রচার, বিনিয়োগ এবং সক্ষমতা জোরদার করতে হবে এবং স্থানীয় শিক্ষা, মূল্যায়ন এবং নতুন উদ্ভাবনের সুষ্ঠু বিতরণকে সমর্থন প্রদান করতে হবে। সকলের জন্য বিনামূল্যে মহামারী নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করতে হবে, মানবাধিকার এবং সিরাকুজা প্রিন্সিপ্যালসের সম্মান রক্ষা এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসবের অপব্যবহার রোধ করা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. **ঝুঁকি এবং দুর্ঘটনা প্রবণতার সামাজিক এবং পরিবেশগত নির্ধারক সমূহকে চিহ্নিত করার জন্য বহুমাত্রিক কার্যপ্রণালী বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে যেসকল মানুষের অধিকার এবং জীবিকা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে তাদের সকলের জন্য সামগ্রিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করা**, যার মধ্যে আছে খাবার, পানি, স্যানিটেশন, বাসস্থান, জীবিকা, শিক্ষা, প্রযুক্তি ব্যবহার, রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময় সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা, নিঃসঙ্গতা, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং অন্যান্য নানাবিধ নির্যাতনের বিষয়ে সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ তৈরি করা। এধরনের কার্যক্রমের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করার জন্য, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কথা বলার সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে এবং যেখানে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা হয়েছিল কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বাধাপ্রদান মূলক ব্যবস্থা কার্যকরী, সেখানে সামগ্রিক অবস্থা নিরীক্ষা করা ও জনসম্মুখে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য সাধারণ নাগরিকদের অঙ্গসংগঠন, মিডিয়া এবং আইনসভা সমূহকে প্রস্তুত করা উচিত।

১০. **সামগ্রিকভাবে জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য এবং গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য** এবং বিশ্বব্যাপি/আন্তর্জাতিকভাবে, জাতীয় এবং প্রান্তিক পর্যায়ে উপরোক্ত নীতিমালা এবং পদ্ধতি সমূহকে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর জন্য বর্ধিত, টেকসই এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

এই নীতিমালা এবং পদ্ধতি সমূহ সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, মান নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা এবং কার্যক্রমগুলোকে অবহিত করা উচিত এবং ইন্টারন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশনস এবং সিরাকুজা প্রিন্সিপ্যালস ভবিষ্যতে হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। নিম্নে স্বাক্ষরকারী হিসেবে আমাদের অবস্থান থেকে আমরা এসকল নীতিমালা ও পদ্ধতি সমূহ অনুধাবনের বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং এই কাজে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি:

Email: RCPHcall@gmail.com

NAME INDIVIDUAL and/or ORGANISATION, COUNTRY/REGION